দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... [illegible] ...
পৃষ্ঠা ... [illegible] কলাম ... [illegible] ...

বিশৃঙ্খলার 'সম্রাট'!

আমলাতন্ত্রের কারণে অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মতো শিক্ষাঙ্গনেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে চলেছে। শিক্ষাঙ্গনে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা যে কী পরিমাণ অসন্তোষের সৃষ্টি করেছে, তা শিক্ষা সচিবকে বেসরকারী শিক্ষক নেতৃবৃন্দের 'সম্রাট' আখ্যা দিয়ে তাঁকে শিক্ষাঙ্গনে বিশৃঙ্খলার জন্য অভিযুক্ত করা থেকেই আঁচ করা যায়। তাঁরা সাংবাদিক সম্মেলন করে এই বলে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে, সুবজান্তা বলে দাবিদার আমলাতন্ত্র পাহাড় প্রমাণ ভুল করে দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে রসাতলে টেনে নিচ্ছে। আর শিক্ষা সচিবের চলছে একের পর এক অমানবিক নির্দেশ। চলছে শিক্ষক হয়রানি, নির্যাতন ও হুমকি। সেসবের হাত থেকে শিক্ষক সমাজকে রক্ষার জন্য তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর আশু হস্তক্ষেপও কামনা করেছেন। গত বুধবার তাঁরা সাংবাদিক সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট সচিবের বিভিন্ন 'অবাস্তব ও উদ্ভট' আদেশ জারির অভিযোগ তুলে ধরেন। সেই সঙ্গে বিভিন্ন দাবিতে প্রতীক কর্মবিরতি, বিক্ষোভ, স্মারকলিপি পেশের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। ঘোষণা অনুযায়ী ইতোমধ্যে সেসব কর্মসূচী পালন শুরু হয়ে যাওয়ার কথা। আগামী ৩০ জুলাইয়ের ভিতরে দাবি পূরণ না হলে তাঁরা পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করবেন। বোঝা যাচ্ছে, দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত অসন্তোষের বিরুদ্ধে শিক্ষক সমাজ ফুঁসে উঠেছে। এর আগেও এ দেশে বেসরকারী শিক্ষকরা সুষ্ঠু, গণতান্ত্রিক, সর্বজনীন, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সুলভ শিক্ষা চালুর জন্য বড় বড় আন্দোলন করেছেন। আবারও তাঁরা আন্দোলনে নামতে যাচ্ছেন।

আমাদের কথা হলো, শিক্ষা যেখানে জাতির উন্নয়নের চাবিকাঠি, সেখানে শিক্ষা ক্ষেত্রে সকল অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলা জিইয়ে রেখে জাতি কোনদিনই সামনে এগোতে পারবে না। এটা সত্যিই অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, সরকার থেকে যখন দেশ উন্নয়নের জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করা হচ্ছে, ঠিক তখনই উন্নয়নের পথে সবচাইতে বড় বাধা সৃষ্টির উদ্বেগজনক তথ্য ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক ভুল বা জটিলতার কথা নতুন কিছু নয়। এ ভুলের জন্য শিক্ষক সমাজ এক ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্টভাবে দায়ী করেছেন এবং তিনি হচ্ছেন শিক্ষা সচিব। কিন্তু শুধু ব্যক্তির পরিবর্তন দিয়ে কিছু হবে না। দরকার গোটা আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থারই গণতান্ত্রিক রূপান্তর। শিক্ষা সচিবকে 'সম্রাট' বলে শ্লেষাত্মক অভিধায় অভিষিক্ত করার কারণ এটাই যে, তিনি মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রীর কোন ইচ্ছা বা পরামর্শকেই কেয়ার করেন না। গোটা দেশ যেখানে সংসদীয় গণতন্ত্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থার আওতাধীনে রয়েছে, সেখানে দেশের প্রশাসনের কোন একটি ক্ষেত্রে 'রাজতন্ত্র' কায়েম হয়ে যাওয়া এবং সংশ্লিষ্ট সচিবের আচার-আচরণ গণতান্ত্রিক না হয়ে 'সম্রাটসুলভ' হয়ে দাঁড়ানো বস্তুত দেশের সমগ্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গেই অসামঞ্জস্যপূর্ণ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণ হচ্ছে, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা এবং চেন অব কম্যান্ড এবং তা প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রেই থাকতে হবে। কারও স্বেচ্ছাচারিতার এবং নিজেকে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী ভাবার ও মন্ত্রিবর্গ ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বা সংসদকে উপেক্ষা করে চলার কোন সুযোগই এ-ব্যবস্থায় নেই। দুঃখজনকভাবে স্বাধীনতার তিন দশক পরে ও সংসদীয় গণতন্ত্রের দুই দশক পরেও প্রশাসনের অনেক স্তরেরই যথাযথ গণতন্ত্রায়ন হয়নি। অনেক ক্ষুদে 'সম্রাট' প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরেই দোর্দণ্ড প্রতাপে 'রাজত্ব' করছেন। অথচ তাঁরা একবারও ভেবে দেখছেন না, এর ফলে তাঁর রাজত্বে কী পরিমাণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে চলেছে এবং সে-কারণে দেশের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষকরাই অভিযোগ করছেন, দাতা সংস্থাকে খুশি করতে অতীতেও এ-রকম শীর্ষ আমলা যথেচ্ছাচার চালিয়েছেন। তাঁদের আরও অভিযোগ, শিক্ষাঙ্গনে দলীয়করণ চলছে, শিক্ষা খাতে দুর্নীতি অতীতের সকল রেকর্ড অতিক্রম করেছে। ডিজি অফিসসহ শিক্ষার কোন অফিসে ঘুষ ছাড়া কাজ হয় না।

বস্তুত শিক্ষকদের এসব অভিযোগের সত্যত
বিনা কারণে বা বেআইনীভাবে শিক্ষ
গবর্নিংবডির হয়রানি, নির্যাতন, নানা রকম
হওয়ার অনেক ঘটনাই প্রতিকারহীনভাবে ঘ
সমগ্র দেশবাসীরই তা জানা। স্বভাবতই
অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলামুক্ত করার সংগ্রামে অ
লাভ করবে। সমাজে শিক্ষকরা এমন
অভিযোগের প্রতিকার না-করে সরকারের
আশ্রয়-প্রশ্রয় দিতে গিয়ে শিক্ষক সমাজ ও
জন্য চরম নির্বুদ্ধিতার নামান্তর ও আত্মঘাতী
বুঝবে না, ভেবে দেখবে না?